আবিষ্কার গাইড - ৮

কখন যীশু আপনার জন্য আগমন করবেন

বছরের পর বছর দুর্ব্যবহার, যাতনা, এবং লাঞ্ছনা সহ্য করে আর্মান্ডো ভ্যালাডেয়ার্সের শরীর জরাজীর্ণ কঙ্কালে পরিণত হয়ে গেছে ।

কাস্ত্রোর কারাগারে তাকে ৩০ বছর কারাদন্ড ভোগ করতে হবে । তার অপরাধ গুরুতর, সে যে খ্রীস্টমাসের দিন তার ঈশ্বরের কাছে চার্চে গিয়ে প্রার্থনা নিবেদন করেছে । কারারক্ষীরা তাকে উপবাস, নির্যাতন, এবং অবমাননায় দিনের পর দিন জর্জরিত করেছে, কারণ তার বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করতে সে সম্মত হয়নি ।

কোন অদৃশ্য শক্তি তাকে সাহস যুগিয়েছে ঃ মার্থা নামে এক যুবতীর কাছে তার প্রতিশ্রুতি । কারাকক্ষেই মার্থার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয় এবং তারা পরস্পরের প্রেমে পড়ে । মার্থা তার অটল বিশ্বাস দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হয় । সরকারী তত্ত্বাবধানে শীঘ্রই কারাপ্রাঙ্গণে তাদের বিবাহের আয়োজন করা হয়, কিন্তু বিবাহের পরেই মার্থাকে মিয়ামিতে নির্বাসিত করা হয় ।

তাদের বিরহ খুবই মর্মান্তিক । কিন্তু আর্মান্ডো কোন এক পরিত্যক্ত চিরকূটে তার মনের কথা লিখে গোপনে তার প্রিয়ার কাছে পৌঁছে দেয় । ‘‘আমি তোমার কাছে ফিরে আসব । দিগন্তের মৃত্যুর হাতছানি আমাকে রুখতে প্যারবে ন্যা ।’’ ঈশ্বরের কাছে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়, আর্মান্ডো বলে, ‘‘তুমি সর্বদাই আমার সঙ্গে থাকবে ।’’

এমন নির্যাতনে অনেকেরই মন ভেঙে যায়, কিন্তু আর্মান্ডোর প্রতিশ্রুতি তাকে সজীব রাখে । মার্থার ও বিশ্বাস থাকে অবিচল ।

প্রবল উদ্যমে সে তার স্বামীর প্রতি অন্যায়ের ঘটনাটি জনসমক্ষে নিয়ে আসতে সচেষ্ট হয় । সে কোন দিন নিরাশ হয়নি ।

১।

এক এক সময় আমাদের মনের কোণে বিস্ময় জাগে, খ্রীষ্ট কি সত্যই কোন দিন সুনীল আকাশ থেকে আমাদের পুনর্মিলনের জন্য অবতরণ করবেন ? আমরা দীর্ঘকাল পৃথক রয়েছি । এমন দীর্ঘ প্রতীক্ষার সত্যই অবসান হবে কি না সে নিয়ে আমরা অনেক সময় সন্দিগ্ধ হই । কিন্তু একটি বিষয় আমাদের অন্তরে প্রত্যাশা জাগরুক রাখে । আর সেটা স্পষ্টই যীশুর পুনরাগমনের প্রতিশ্রুতি । শিষ্যদের কাছ থেকে স্বর্গারোহণের প্রাকমুহূর্ত তিনি প্রতিশ্রুতি বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন ঃ স্বর্গারোহণের অব্যবহিত পূর্বে যীশু তাঁর অনুগামীদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ''আমি পুনর্বার আসিব ।'' যারা তাঁকে বিশ্বাস করে তাদের সকলকে আমাদের জন্য প্রস্তুত বাসভবনে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি পুনরায় আসবেন । যীশুর দ্বিতীয় আগমনের বিষয়ে শাস্ত্রে প্রায় ২৫০০ বার উল্লেখ করা হয়েছে । এই দ্বিতীয় আগমন এমন বাস্তব যে ২০০০ বছর পূর্বে তিনি যেভাবে এই গতে বসবাস করতেন, অবিকল সেইভাবে তিনি প্রত্যাবর্তন করবেন ।

বছরপূর্বে ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে জগতে মশীহের আবির্ভাব হবে, তিনি সমগ্র মানব জাতির মুক্তিদাতা । তিনি আমাদের পাপরাশি আপন স্কন্ধে তুলে নিয়ে আমাদের সমূহ পাপ ক্ষমা করে দেবেন ।

প্রাচীন জগতের অনেকের কাছে প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করা কষ্টসাধ্য ছিল । যীশু প্রকৃতই এলেন এবং ক্রুশে মৃত্যুবরণ করলেন । মানুষ অসম্ভব মনে করলেও এই প্রতিশ্রুতি অদ্ভূতভাবে ফলপ্রসূ হল । তাঁর দ্বিতীয় আগমনের প্রতিশ্রুতিও ফলপ্রসূ হবে । যিনি আমাদের প্রেম করেন আমরা তাঁর আগমনে বিস্বাস রাখতে বাধ্য, কারণ তিনি যাঁদের আনতে আসছেন তাদের জন্য তাঁকে অসীম মূল্য দিতে হয়েছে ।

কারাগারে থাকাকালীন আর্মান্ডো গোপনে তার স্ত্রীকে অনেক কবিতা, বার্তা, এবং স্বহস্তে অঙ্কিত চিত্র প্রেরণ করেছেন বিশ্বাসদের হাত দিয়ে । এই সব লেখা তার স্ত্রী পত্রপত্রিকায় ছাপানোর ব্যবস্থা করেছিল । তাদের করুণ আবেদনে জগদ্বাসীর দৃষ্টি আকর্ষিত হয় ।

কাস্ত্রোর উপর সরকারী চাপ আসে ব্যক্তিগত ধর্মপালনকারী কারাবন্দীদের মুক্তি দেওয়ার জন্য । ফরসী প্রেসিডেন্টের হস্তক্ষেপে বিগত ১৯৮২ সালের অক্টোবরের শেষ দিকে আর্মান্ডো মুক্তি পান । দুই দশকের অত্যাচারের চিহ্ন নিয়ে তিনি স্ত্রীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হন ।

অশ্রুসজল নয়নে তাদের পুনর্মিলন ঘটে । সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হয় । আর্মান্ডোর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়, ''আমি তোমার কাছে ফিরে আসব ।''

আমরাও যখন খ্রীষ্টের সঙ্গে মুখোমুখি পুনর্মিলিত হব, সেই পুনর্মিলনের পূর্ণানন্দ কি আপনি কল্পনা করতে পারেন ? তাঁর গৌরবময় আগমন আমাদের সমগ্র দুঃখ হতাশা দূর করে দেবে, আমাদের হৃদয়ের গোপন বেদনা মুছিয়ে দেবে । যীশুর প্রত্যাগমন আমাদের দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষা ও সুপ্ত প্রত্যাশা পূরণ করবে । আর আমরা বিশ্বের পরম বিস্ময়কর চরিত্রের সঙ্গে অনন্তকালীন সহভাগিতার আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাব ।

যীশু শীঘ্র আসছেন । আপনি কি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে উৎসুক ?

২।

বিদ্যুৎরেখা সুদূর আকাশে প্রতিভাত হয়, সুতরাং যীশুর আগমন গোপনে ঘটবে না ।

খ) যীশু কি সশরীরে আগমন করবেন ?

জগৎ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় স্বর্গদূতগণ শিষ্যবর্গকে নিশ্চিন্ত করেন যে, ‘‘যেই যীশু’’ স্বর্গে গেছেন, অন্য কেউ নয় -- সেই যীশুই সশরীরে রাজাদের রাজারূপে প্রত্যাগমন করবেন । যেই যীশু রোগপীড়িতদের ব্যাধিমুক্তি করতেন, অন্ধদের চোখ খুলে দিতেন, যেই যীশু ব্যভিচারে ধৃত মহিলাকে চুপিসারে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন , সেই যীশুরই সপ্রকাশ ঘটবে । যে যীশু শোকার্তদের চোখের জল মুছিয়ে দিতেন ও শিশুদের কোলে তুলে নিতেন, সেই যীশুরই

পুনরাবির্ভাব ঘটবে । যে যীশু কালভেরী ক্রুশে আত্মবলিদান দিয়েছিলেন, কবরে বিশ্রাম নিয়েছিলেন এবং তৃতীয় দিনে মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন, তাঁরই আগমন ঘটবে ।

গ) আগমনকালে কি যীশুকে স্বচক্ষে দেখা যাবে ?

যীশুর দ্বিতীয় আগমনকালে যারা জীবিত থাকবে, ধার্মিক এবং পাপচারী, তারা তফাঁর আগমন প্রত্যক্ষ করতে পারবেন । যীশুর নিজের কথায় কতজন তাঁর আগমন স্বচক্ষে দেখতে পাবে ?

আমাদের বিশ্বজগতের জীবিত সকলেই যীশুর আগমন প্রত্যক্ষ করবেন ।

ঘ) যীশুর আগমনকালে তাঁর সঙ্গে কারা আসবেন ?

‘‘আর যখন মনুষ্যপুত্র সমুদয় দূত সঙ্গে করিয়া আপন প্রতাপে আসিবেন, তখন তিনি নিজ প্রতাপের সিংহাসনে বসিবেন । ’’ -- মথি ২৫ ঃ ৩১

নিজের সমূহ প্রতাপ সহ সমুদয় দূত পরিবেষ্টিত হয়ে তাঁর আগমনের দৃশ্যটি একবার কল্পনা করুন ।

ঙ) যীশুর আগমনের নিখুঁত দিনক্ষণ কি আমরা বলে দিতে সক্ষম ?

যীশুর মহিমাময় আগমন সকলেই প্রত্যক্ষ করবেন, কিন্তু অনেকেই তখন অপ্রস্তুত থাকবে । আপনি কি প্রভুর আগমনের জন্য ব্যক্তিগতভাবে প্রস্তুত ?

৩।

ক) যীশু ত্রাণপ্রাপ্ত সকলকে সংগৃহীত করবেন ।

আপনি যদি আপনাকে মনেপ্রাণে প্রস্তুত করার সুযোগ যীশুকে দেন, আপনি তাঁকে ত্রাণকর্তা হিসাবে সানন্দে অভিবাদন জানাবেন ।

খ) যীশু ধার্মিক মৃতগণকে জাগ্রত করবেন ।

যীশু ধ্বনি সহকারে অবতরণ করবেন । সারা জগৎ তাঁর উচ্চ নাদ শ্রবণ করবে । কবর সকল বিদীর্ণ হবে, এবং যুগপর্য্যায়ে যারা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেছেন তারা সকলেই, অর্থাৎ কোটি কোটি বিশ্বাসী পুনরুত্থিত হবে । এই দিন কতই না উল্লাসকর।

গ) যীশু তাঁর দ্বিতীয় আগমনকালে শুধু ধার্মিক মৃতদের নয়, সমূহ ধার্মিক জীবিতদেরও রূপান্তরিত করবেন ।

অনন্ত কালের জন্য আমাদের প্রস্তুত করতে, খ্রীষ্ট আমাদের বিনাশশীল দেহকে অপূর্ব অমরত্ব প্রদান করবেন ।

যীশুর আগমনে আমরা রূপান্তরিত হব ঃ আর কোন বাতবেদনা, পঙ্গুত্ব, কিম্বা ক্যানসারের অস্তিত্ব থাকবে না । হাসপাতাল, শ্মশান কিম্বা গোরস্থানের কোন চিহ্ন থাকবে না ।

ঘ) যীশু সমগ্র ধার্মিককে স্বর্গে নিয়ে যাবেন ।

যীশু নিজে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ‘‘আমি ফিরে এসে তোমাদের আমার পিতার গৃহে ফিরিয়ে নিয়ে যাব‘‘ (যোহন ১৪ ঃ ১ - ৩) । মুক্তিপ্রাপ্তদের বাসস্থান সম্পর্কে পিতর বলছেন, ‘‘স্বর্গে তোমাদের নিমিত্ত সঞ্চিত রহিয়াছে‘‘ (১ পিতর ১ ঃ ৪) । ঈশ্বরের নগর নতুন যিরূশালেম এবং স্বর্গীয় পিতার মহিমা দেখার জন্য আমরা ব্যগ্রতা সহকারে অপেক্ষমান ।

ঙ) যীশু চিরদিনের জন্য মন্দতা ও যন্ত্রণাকে নিশ্চিন্ত করে দেবেন ।

দুষ্টগণ-যারা একগুঁয়েমিভাবে যীশুর করুণার দানকে পায়ে ঠেলে দিয়েছে -- তাদের জন্য তো মৃত্যুদন্ড ঘোষণা হয়ে আছে । মেঘে যীশুর শ্রীমুখ দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ত্যদের অসহায় মর্মযন্ত্রণা ফুৎকার করে পর্বতকে বলবে ''আমাদের উপরে পতিত হও, যিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন, তাহার সম্মুখ হইতে এবং মেষপালকের ক্রোধ হইতে আমাদিগকে লুকাইয়া রাখ ।'' (প্রকা ৬ ঃ ১৬) । যীশুর সর্বদর্শী দৃষ্টির সম্মুখীন হওয়ার চেয়ে তাদের মৃত্যুই শ্রেয় । অর্থ, যশ এবং প্রলোভনের আনন্দে যারা প্রমত্ত ছিল, তারা এখন উপলব্ধি করতে পারবেন যে জীবনের একমাত্র কাম্যবস্তুকেই তারা পায়ে ঠেলে দিয়েছেন ।

এটি একটি বিপর্যয়কর প্রকাশ । সর্বোপরি, তাদের কাউকেই বিনষ্ট হতে হত না ঈশ্বর স্বয়ং বলেছেন, ''দুষ্টু লোকের মরণে আমার সন্তোষ নাই'' (যিহি ৩৩ ঃ ১১) ।

''কতকগুলি লোক যে বিনষ্ট হয়, এমন বাসনা তাঁর নাই'' (২ পিতর ৩ ঃ ৯) । যীশু আমাদের অনুনয় করেছেন, ''হে পরিশ্রান্ত ভারাক্রান্ত লোক সকল, আমার নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব'' (মথি ১১ ঃ ২৮) । কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেকেই তাঁর অনুনয়ে কর্ণপাত করে না ।

৪।

পিতার গৃহে আমাদের গৌরবময় ভবিষ্যৎ রচনা করতে গিয়ে যীশুকে চরম মূল্য দিতে হয়েছে । এর জন্য তাঁকে জীবন দান করতে হয়েছে ।

যে ত্রাণকর্তা আমাদের পাপ মোচনের জন্য ক্রুশে আত্মবলি দিয়েছেন, তিনি দ্বিতীয়বার পরিত্রাণের জন্য অপেক্ষমান ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে আসবেন । আমাদের সকলের মুক্তির জন্য খ্রীষ্ট মৃত্যুবরণ করেছেন । কিন্তু দ্বিতীয় আগমন বিনা ক্রুশ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতো । খ্রীষ্ট চান আমাদের তাঁর সঙ্গে অনন্তকালীন বসবাসের চিরন্তন সুরক্ষা। সেই জন্য এখনই তাঁকে আমাদের ত্রাণকর্তা ও প্রভু হিসাবে স্বীকার করা আবশ্যক ।

১৯৪৫ সালের ১৬ই আগষ্ট সকালে একটি শিশু উওর চীনের শান্তুং প্রদেশের বন্দী শিবির দৌড়ে এসে প্রোল্লাসে খবর দিল, সে আকাশে একটা বিমান উড়তে দেখেছে। সকলে ব্যগ্রভাবে তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বাইরে এসে দেখেন আমেরিকান পতাকা লাগানো এক বিমান । তাদের মনে আশার সঞ্চার হয় । তাদের দীর্ঘ দ্বীপান্তরিত বিচ্ছিন্ন জীবনের অবসান হতে চলেছে । অশ্রুসজল নয়নে তারা বিমানসেনাদের দিকে হাত নেড়ে অভিনন্দন জানান । প্যারাসুট থেকে সৈন্যতগণ অবতরণ করে । উদ্ধারকারী সৈন্যরা আজই এসে গেছেন তাদের উদ্ধারকারী সৈন্যরা আজই এসে গেছেন তাদের উদ্ধার করতে । বহু বছরের হতাশার অবসান ঘটিয়ে আমেরিকান উদ্ধারবাহিনী বন্দিশিবিরের দখল নেয় এবং তাদের বন্দিজীবনের অবসান ঘটে । যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, এখনই তাদের নতুন জীবনের সূত্রপাত হবে ।

শীঘ্রই আমাদের ঈশ্বর, আমাদের ত্রাণকর্তা, মেঘমন্ডল থেকে আমাদের উদ্ধারের জন্য অবতরণ করবেন । মানুষের প্রতি মানুষের নিষ্ঠুর তার সুদীর্ঘ কাহিনীর অবসান ঘটবে । ঐ দিনের আনন্দ উৎসবে সকলেই উল্লাসিত হবে । সকলেই উপলব্ধি করবে ঃ ''তাঁর আগমনের প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন হয়েছে ; আমরা স্বর্গদূতগণের তুরীধ্বনি শুনতে পাচ্ছি ।'' নাদধ্বনি ক্রমশ উচ্চতর নিনাদে পর্যবসিত হবে, গগনমন্ডলের মেঘমালা মহিমাচ্ছটায় উজ্জ্বলিত হবে । কর্ণভেদী উচ্চ নিনাদে আবহমন্ডল হবে মুখরিত । আমরা ব্যক্তিগতভাবে উপলব্ধি করতে পারব ? ''আমি তাঁকে স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি । তিনি আমাকে চিনতে পেরেছেন ।'' অবিশ্বাস্য পরম আনন্দে আমরা উচ্চারণ করব ঃ ''ইনি আমার ঈশ্বর । তিনি একদিন নয়, আজই আমাকে উদ্ধার করতে এসেছেন ।''

মহিমাময় রাজাধিরাজকে অভিবাদন জানাতে আপনি কি প্রস্তুত আছেন ? যদি না থেকেন, এখনই আপনার জীবনে যীশুকে ব্যক্তিগতভাবে আহ্বান করুন । জগতে যীশুর আগমন যেমন জাগতিক সমস্যার সমাধান করবে, তেমনি আপনার হৃদয়ে তাঁর আগমন আপনার সমূহ সমস্যার সমাধান করে দেবে । মহান সমাধানকারী আপনাকে পাপের বোঝা এবং অপরাধ থেকে উদ্ধার করে অনন্ত জীবন প্রদান করতে তৎপর ।

জগতে যীশুর আগমন যেমন জগৎকে পরিবর্তিত করবে আপনার জীবনে তাঁর আগমন তদ্রূপই আপনার জীবনকে চিরতরে পরিবর্তন করে দেবে । আপনি যীশুর উপর নির্ভর করতে পারেন । তিনি আপনাকে তাঁর আগমনের জন্য প্রস্তুত করে নেবেন, আপনাকে ভরপুর করে দেবেন অনন্ত সুখের অপূর্ব প্রত্যাশার নিশ্চয়তায় ।